সপ্তম অধ্যায়

শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

(The Necessity of Scripture)

বাইবেল পড়ার প্রয়োজনীয়তা কী?
বাইবেলকে বাদ দিয়ে মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান লাভ করতে পারে?

শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে: শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার অর্থ, **সুসমাচার জানার জন্য, আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার জন্য, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য বাইবেল প্রয়োজনীয়; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানার জন্য অথবা ঈশ্বরের চরিত্র বা নৈতিক বিধান সমূহ জানার জন্য শাস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়।**

ক) সুসমাচার জনার জন্য বাইবেল প্রয়োজনীয়।

রোমীয় ১০: ১৩-১৭ বলা হয়েছে, ***"যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাবে। তবে তাহারা যাঁতে বিশ্বাস করেনি, কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা শোনেনি, কেমন করে তাঁকে বিশ্বাস করবে? আর প্রচারক না থাকলে কেমন করে শুনবে? আর প্রেরিত না হলে, কেমন করে প্রচার করবে? . . . অতএব বিশ্বাস শ্রবণ দ্বারা এবং শ্রবণ খ্রীস্টের বাক্য দ্বারা হয়।"*** এখানে যে যুক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল—

১. প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রভুর নামে ডাকতে হবে (এখনে প্রভু বলতে যীশু খ্রীস্টকে নির্দেশ করা হয়েছে)।
২. লোকেরা যদি প্রভুতে বিশ্বাস করে, তবেই তারা প্রভুর নামে ডাকতে পারে (অর্থাৎ তাঁকে পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করা, যাঁর নাম ধরে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়)।
৩. কিন্তু লোকেরা খ্রীস্টে বিশ্বাস করতে পারে না, যদি না তারা তাঁর কথা শোনে।
৪. আবার তারা তাঁর কথা শুনতে পারে না, যদি না কেউ খ্রীস্টের কথা তাদের কাছে বলে।
৫. অতএব, উদ্ধারকারী বিশ্বাস আসে (সুসমাচার) শ্রবণের দ্বারা এবং এই সুসমাচারের বার্তার শ্রবণ খ্রীস্ট সম্বন্ধীয় প্রচার থেকে আসে।

শস্ত্রের আরও বিভিন্ন পদের মতো এই পদগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিত্রাণ আসে কেবল যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে — অন্য কোনও পথে নয়। যীশুতে এই বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে, যোহন ৩:১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিচারিত হয় না, যে বিশ্বাস করে না, সে ইতিমধ্যে বিচারিত হয়ে গেছে। কারণ, সে ঈশরের একমাত্র পুত্রে বিশ্বাস করেনি।"*** একইভাবে যোহন ১৪:৬ পদে বলা হয়েছে: ***"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট আইসে না। "***

আবার ইহূদী মহাসভার বিচারের সামনে পিতর এমন কথা বলেছে, ***"আকাশের নিচে ও মনুষ্যদের মধ্যে এমন অন্য কোনও নাম নেই যে নামে আমরা পরিত্রাণ পাই "*** (প্রেরিত ৪:১২)। এখন, একমাত্র খ্রীস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের কারণ হল, খ্রীস্টই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছেন এবং তিনিই কেবল তা করতে পারেন। পৌল বলেছে, খ্রীস্ট নিজেকে অনেকের পরিবর্তে উৎসর্গ করেছেন; ***"কারণ, একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীস্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মুল্যরূপে নিজেকে প্রদান করেছেন"*** (১তিম ২:৫-৬)। তাই, খ্রীস্ট ব্যতীত ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার অন্য কোনও পথ নেই।

পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরাও খ্রীস্টে আস্থা স্থাপনের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে— যদিও তাদের কাছে খ্রীস্ট হলেন ভবিষ্যতে আগত মশীহ। তাই পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের কথা বলতে গিয়ে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক হেবল, হনোক, নোহ, অব্রাহাম এবং সারার উদ্দেশে এমন কথা বলেছে, ***"ইঁহারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করেছিলেন"*** (ইব্রীয় ১১:১৩)। একই অধ্যায়ে মোশীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ***"আগামী পুরস্কারের কথা চিন্তা করে, মিসরের সমস্ত ধন অপেক্ষা খ্রীস্টের দুর্নাম (দুঃখভোগ) বেছে নিয়েছিলেন"*** (ইব্রীয় ১১:২৬)। তাই, অব্রাহাম সম্বন্ধে স্বয়ং যীশু বলেছেন, ***"তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লাসিত হয়েছিলেন, এবং তিনি তা দেখলেন ও আনন্দ করলেন"*** (যোহন ৮:৫৬)। অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরাও খ্রীস্টে উদ্ধারকারী বিশ্বাসের অধিকারী ছিল।

অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণ লাভে বাইবেল অবশ্য প্রায়োজনীয়। আর তাই, আমাদের প্রায়োজন বাইবেলে প্রকাশিত সুসমাচারের বার্তা নিজেরা পাঠ করা বা অন্যের কাছে থেকে তা শ্রবণ করা। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরাও ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করেছিল, যে বাক্য আগত মশীহের প্রতিজ্ঞা করেছিল, এবং তার দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পেয়েছিল।

আদম ও হবা যখন এই পৃথিবীর মাটিতে জীবিত ছিল, এমনকী তাদের কাছেও ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে পরিত্রাণকে প্রকাশ করা হয়েছিল। আদি ৩:১৫ পদে সর্পের প্রতি অভিশাপের কথা বলতে গিয়ে নারীর গর্ভে সন্তানের জন্মের কথা বলা হয়েছে, যিনি সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন — এই প্রতিজ্ঞা যীশু খ্রীস্টে পূর্ণ হয়েছে। আবার, কয়িন ও হেবলের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ লাভের আভাষ দেওয়া হয়েছে (আদি ৪:৩-৪,৭)।

খ) আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে বাইবেলের প্রয়োজনীয়তা

মথি ৪:৪ পদে যীশু বলেছেন, ***"মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে।"*** এখানে যীশু আমাদের বলেছেন যে, প্রত্যহ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণের দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন বেঁচে থাকে। ঠিক যেমন আমাদের শারিরিক জীবন প্রাত্যহিক খাদ্যের দ্বারা বেঁচে থাকে। প্রাত্যহিক আহার যেমন শরিরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন, প্রাত্যহিক ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, অধ্যয়ন ও উপলব্ধি একইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রয়োজন।

একইভাবে, ঈশ্বরের প্রজাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে মোশী ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশে বলেছে, ***"বস্তুতঃ ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নহে, কেননা ইহা তোমাদের জীবন, এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে এই বাক্য দ্বারা দীর্ঘায়ূ হইবে"*** (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ঃ৪৭)। পিতরও একই কথা বলে তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছেন, "নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর " (১ পিতর ২:২)। "বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক দুগ্ধ"-- কথার দ্বারা পিতর ঈশ্বরের বাক্যকেই নির্দেশ করেছেন (১ পিতর ১:২৩-২৫)। তাই, বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা করতে ও বৃদ্ধি পেতে বাইবেল একান্ত প্রয়োজনীয়।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভে বাইবেলের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি মানুষ তার সংবেদ বা বিবেকের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এই জ্ঞান প্রায়ই অস্পষ্ট এবং নিশ্চয়তাদানে অপারগ। প্রকৃতপক্ষে, যদি লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে না থাকত, আমরা কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারতাম না। এমনকী সংবেদ, অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া উপদেশ, পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীন সাক্ষ্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পবিত্র যুক্তি ও সাধারন জ্ঞানের ব্যবহারের দ্বারাও আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করতে পারি না। এই সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিলেও তা কখনও নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ, পাপে পতিত এই পৃথিবীতে পাপ আমাদের কাছে ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানকে বিকৃত করেছে (যিরমিয় ১৭:৯; রোমীয় ২:১৪-১৫; ১করিন্থীয় ৮:১০; ইব্রীয় ৫:১৪; ১০:২২; ১তীমথিয় ৪ঃ২; তীত ১ঃ১৫)।

কিন্তু বাইবেলে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট বিবৃতি পাই। যদিও ঈশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে সম্পুর্ণভাবে

প্রকাশ করেননি;তথাপি যথেষ্ট পরিমাণে তিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, যেন আমরা তাঁর ইচ্ছা জানতে পারি — ***"নিগুঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্থ কথা আমরা পালন করতে পারি"*** (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। মোশীর সময় যেমন ছিল, আমাদের সময়ও তা একইভাবে বর্তমান — ***"ধন্য তাহারা, যাহারা আচরণে সিদ্ধ, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পথে চলে"*** (গীত ১১৯:১); ***"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, নিন্দকদের সভায় বসে না; কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র পালন করে"*** (গীত ১:১-২)। এই ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করা (যোহন৫:৩)। তাই যদি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে হবে।

একথা সত্য যে, অবিশ্বাসীরা তাদের চারিদিকে পৃথিবীতে দৃষ্ট সাধারণ প্রকাশ থেকে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, এই পাপে পতিত জগতে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা কখনও নিখুত নয় এবং তা সর্বদা ভুল ব্যাখ্যা-প্রবন। অতএব, সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য শাস্ত্র থেকে আমরা যে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করি, তা অবশ্য প্রয়োজন। সহজ কথায়, সাধারণ প্রকাশের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ প্রকাশ অবশ্য প্রয়োজন।

ঘ) কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানতে বাইবেল অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়

যারা বাইবেল পড়ে না, তারা কি ঈশ্বরের বিষয় কোনও জ্ঞান লাভ করতে পারে? হ্যাঁ, বাইবেল ছাড়াও ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব;যদিও তা কখনও চরম বা নিশ্চিত জ্ঞান নয়।

মানুষেরা নিজেদের দেখে এবং নিজেদের চারপাশে বিভিন্ন বিষয় দেখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে। দায়ূদ বলেছে, ***"আকাশমণ্ড ল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে"*** (গীত ১৯:১)। একই ভাবে বার্ণবা ও পৌল লুস্ত্রায় গ্রীক অধিবাসীদের বলেছে, ***"তিনি অতীত পুরুষ পরম্পরায় সমস্ত জাতিকে আপন আপন পথে গমন করতে দিয়েছেন; তথাপি তিনি নিজেকে সাক্ষ্যবিহীন রাখেননি, কারণ তিনি মঙ্গল করছেন, আকাশ থেকে আপনাদের বৃষ্টি ও ফলোৎপাদক ঋতু সকল দিয়ে ভক্ষ্যে ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে আসছেন"*** (প্রেরিত ১৪:১৬-১৭পদ)। বৃষ্টি, ঋতু, খাদ্য, এবং মানুষের আনন্দ এই সাক্ষ্য বহন করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা করুণা, ভালোবাসা, এমনকী আনন্দের ঈশ্বর। সৃষ্টিতে এর প্রমাণ সর্বত্র তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যারা তা দেখতে আকাঙক্ষা করে, তারা তা দেখতে পায়।

এমনকী যারা তাদের দুষ্টতার দ্বারা সত্যকে চাপা দিতে চায়, সৃষ্টির ক্রম ও বিন্যাশের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। ***"কেননা ঈশ্বরের বিষয় যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবা র পথ নাই; কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে"*** (রোমীয় ১:১৯-২১)।

তাই, বাইবেল ছাড়াও সমস্ত মানুষ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেখতে পায়। তারা উপলব্ধি করে যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তারা সৃষ্টবস্তু এবং ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যেরও বিভিন্ন প্রমাণ তারা উপলব্ধি করে। ফলস্বরুপ, তারা নিজেরা এই সকল প্রমাণ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। (যদিও এই জ্ঞান তাদের পরিত্রাণ দিতে পারে না)।

ঙ) আবার ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক বিধান সম্বন্ধেও কিছু জানতে বাইবেল অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়

রোমীয় ১ অধ্যায়ে পৌল আমাদের আরও বলেছে যে, অবিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের লিখিত বিধানের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাও ঈশ্বরের নৈতিক দাবীর কথা তাদের সংবেদে জ্ঞাত আছে। পাপের লম্বা তালিকা দিয়ে পৌল সেই সমস্ত পাপের

অনুশীলনকারীদের সম্বন্ধে বলেছে, ***"তারা ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যারা এইরূপ আচরণ করে, তারা মৃত্যুর যোগ্য, তথাপি তারা সেরকম আচরণ করে, কেবল তা নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে"*** (রোমীয় ১:৩২)। দুষ্টরাও জানে যে, তাদের পাপ মন্দ।

এরপর পৌল ঈশ্বরের লিখিত বিধানের সঙ্গে অপরিচিত, যে পরজাতিয়রা আছে, তাদের জীবনে সংবেদের কার্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছে, ***"কেননা যে পরজাতিরা কোনও ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়; যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদ সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে"*** (রোমীয় ২:১৪-১৫)।

অবিশ্বাসীদের সংবেদ ঈশ্বরের নৈতিক মানের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধানের পক্ষে সাক্ষ্য বিকৃত হয়েছে বা দমন করে রাখা হয়েছে। কখনও কখনও তাদের চিন্তা তাদের দোষী করে; আবার কখনও কখনও তাদের চিন্তা অজুহাত গড়ে। এমন উৎস থেকে গৃহিত ঈশ্বরের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান কখনও নিখুত হতে পারে না, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের নৈতিক দাবীর পক্ষে উপরের বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ দেয়।

সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক বিধান সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি, তাকে প্রায়ই **"সাধারণ প্রকাশ"** বলা হয়ে থাকে (কারণ, তা সমস্ত মানুষের কাছে সাধারণভাবে উপস্থিত হয়)। সাধারণ প্রকাশ আসে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি ও বিধানের অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির মাধ্যমে, যা তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে, "**বিশেষ প্রকাশ**" কিন্তু "**সাধারণ প্রকাশ**" থেকে সম্পুর্ণ পৃথক। কারণ, "**বিশেষ প্রকাশ**" হল নির্দিষ্ট মানুষদের উদ্দেশে ঈশ্বরের নিজের কথা— যেমন বাইবেলের কথা, পুরাতন নিয়মের ভাববাদিদের কথা, নতুন নিয়মের প্রেরিতদের কথা, বিভিন্ন মানুষের উদ্দেশে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উক্তি (যেমন, সিনয় পর্বতে, বা যীশুর বাপ্তিস্মের সময় ঘটেছিল)।

আরও একটি বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। আমরা শাস্ত্রের কোথাও এমন কথা পাই না যে, সাধারণ প্রকাশের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি সুসমাচার জানতে পারে বা পরিত্রাণের পথ জানতে পারে। তারা হয়ত সাধারণ প্রকাশের দ্বারা জানতে পারে যে, ঈশ্বর আছেন, বা তিনি সৃষ্টিকর্তা বা তাঁর প্রতি তাদের বাধ্যতা প্রয়োজন বা তাঁর বিরুদ্ধে তারা পাপ করেছে। বিভিন্ন আদিম ধর্মে যে **"বলিদান পদ্ধতি"** প্রচলিত আছে, তার থেকে আমরা, সহজেই এর পক্ষে প্রমাণ দেখতে পাই। তারা বাইবেল ছাড়াই তা জেনেছিল। কেবল তাই নয়, প্রেরিত ১৪:১৭ পদে যে ***"বৃষ্টি ও ঋতুর"*** কথা বলা হয়েছে, তা হয়ত অনেক ব্যক্তিকে এই কথায় উপনীত হতে পরিচালনা দিতে পারে যে, ঈশ্বর কেবল পবিত্র ও ধার্মিক নন, প্রেমময় ও ক্ষমাকারীও বটে। কিন্তু কীভাবে ঈশ্বরের **পবিত্রতা ও ধার্মিকতাকে** তাঁর **ক্ষমা করার ইচ্ছার** সঙ্গে মেলানো সম্ভব, তা বাইবেলকে বাদ দিয়ে কোনও ধর্ম বলতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের পরিত্রাণার্থে নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছেন, যিনি একধারে ঈশ্বর ও মানুষ, যেন তিনি আমাদের প্রতিনিধি হন এবং আমাদের শাস্তি নিজে বহন করেন— এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের **ন্যায়বিচার** ও **ভালোবাসার** মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই সত্য ঈশ্বরের "**বিশেষ-প্রকাশ**" ব্যতীত মানুষ কখনও উপলব্ধি করতে পারে না।